৫এপ্রিল, ২০১৭

বরাবর
জনাব এম এ মান্নান
মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: আসন্ন ২০১৭-১৮ বাজেটে ধোঁয়াবিহীন (গুল, জর্দা) তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় মহোদয়,

তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) ২০১১ সাল থেকে নারী প্রধান সংগঠনদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে আসছে। বর্তমানে ৬৪ টি জেলায় ১০৫ টি সংগঠনের মাধ্যমে জর্দা, গুল, সাদাপাতা সহ সকল ধরণের তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে।

ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি:
ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন মুখের ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, অগ্নাশয়ের ক্যান্সার, রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বৃদ্ধির মতো মারাত্মক রোগের কারণ। এছাড়া নারীদের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতা (যেমন কম ওজনের সন্তান জন্মদান) হতে পারে[1]।

তামাক ব্যবহার:

- বাংলাদেশের ৪৩% অর্থাৎ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করে[2]। বাংলাদেশের ধূমপানের (২৩% অর্থাৎ ২ কোটি ১৯ লক্ষ) তুলনায় ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের হার (২৭% অর্থাৎ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ) বেশী।
- বাংলাদেশে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের প্রায় ৭% কিশোর-কিশোরী তামাক পণ্য ব্যবহার করে[3]।
- ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক বেশি (২৮ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি)[4]।

সবচেয়ে সস্তা ধোঁয়াবিহীন তামাক

- দেশে গুল, জর্দা, সাদাপাতা ইত্যাদি জাতীয় ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের দাম অত্যন্ত সস্তা। বাজারে প্রতি কৌটা গুল মাত্র ৫ টাকা পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন জর্দার মূল্য-১০ টাকা, সর্বোচ্চ মূল্য-১৫৫ টাকা বাজারে বিক্রি হয়।

ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য

- সম্প্রতি তাবিনাজের একটি আনুসন্ধানে ৪৩ টি জেলার জর্দা গুলের পণ্যের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে ২৯২টি ব্রান্ডের জর্দা ২৬ টি ব্যান্ডের গুলের সন্ধান পেয়েছি। এর মধ্যে ছোট, মাঝারী ও বড় সাইজের কৌটা ও পেকেট পাওয়া যায়। বাজারে খুচরা জর্দা পাওয়া যায়।

- তামাক পাতা বিশেষ কায়দায় সাদা পাতা তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করা হয়। এ পাতা কোন কারখানায় উৎপাদিত হয় না। বাজারে খোলা বিক্রি হয়।

[1] International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 83: Tobacco smoke and involuntary smoking: Summary of data reported and evaluation. Geneva: WHO; 2002. Available from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/volume83.pdf.
[2] Global Adult Tobacco Survey, 2009
[3] Global Youth Tobacco Survey, 2013
[4] Global Adult Tobacco Survey, 2009

জর্দা ও গুলের উৎপাদন তথ্য

- ক্ষুদ্র শিল্প আকারে কারখানা পর্যায়ে জর্দা এবং গুল তৈরী হয়। অধিকাংশ সময় এইসব পণ্য ঘরোয়া পরিবেশে ছোট পরিসরে উৎপাদন করা হয়। কোন প্রকার সাইন বোর্ড ছাড়া, ছোট বাড়ি বা বাড়ির ভিতরে ১টি রুম নিয়ে অথবা নিজের বাড়িতে তামাক পণ্য তৈরী করছে। অনেক কারখানার নাম থাকলেও চেনা যায় না ভিতরে আসলে কি কি পণ্য তৈরী হয়। বিশেষ কায়দায় সাদাপাতা ভিজিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে পানের সাথে খাওয়ার জন্য বাজারে পাওয়া যায়। এইসব কারখানার কাজ করতে শ্রমিকদের খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। জর্দা এবং গুল কারখানা খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। প্রচুর অনিয়ম রয়েছে এসব কারখানার উৎপাদন স্থানে। জর্দা, গুল ভ্যাট ও করের আওতাধীন পণ্য।
- রংপুর হারাগাছ থেকে ৩ টি কারখানা মতি জর্দা, সুরুজ জর্দা ও ফেন্সি জর্দা কারখানা থেকে তথ্য জানা যায় এই সব কারখানায় সপ্তাহে ২ দিন কাজ হয়। এসব জদার্র কারখানায় পণ্য সর্ব নিম্ন উৎপাদন হয় ১১৫২০ কৌটা, সর্বোচ্চ ১৯২০০ কৌটা। কারখানার জর্দার সর্ব নিম্ন মূল্য-৩.৫০ থেকে সবোর্চ্চ মূল্য-১৫ টাকা। গুলের ক্ষেত্রে উপাদনের পরিমাণ সর্বনিম্ন-১২৮,০০০ কৌটা এবং সর্বোচ্চ ৩৬০,০০০ কৌটা। কারখানার গুলের সর্ব নিম্ন মূল্য-১.৪০ থেকে সবোর্চ্চ মূল্য-৪ টাকা।

সবচেয়ে কম রাজস্ব আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে:
২০১৪-১৫ অর্থবছরে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে মাত্র ১৪.৩৬ কোটি টাকা যা তামাকখাত থেকে অর্জিত মোট রাজস্বের ১ শতাংশেরও কম। তামাক উৎপাদনে অগ্রসর ভৌগলিক অঞ্চলসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, জর্দা এবং গুলের প্যাকেটে রাজস্ব আদায় নির্ধারণী কোন চিহ্নই নেই যা রাজস্ব ফাঁকির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এছাড়াও, জর্দা ও গুলের প্যাকেটের ধরণ ও মাপের ভিন্নতা কর ফাঁকির পথ সুগম করে।

প্রস্তাবনা:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সাল নাগাদ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি তামাকের উপর বিদ্যমান জটিল শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয়ও বৃদ্ধি পায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে গুল,জর্দাসহ সকল তামাক পণ্যের দাম ক্রমশ: মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

এর লক্ষ্যে আসন্ন ২০১৭-১৮ বাজেটের আনার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ হচ্ছে:

১. সিগারেটের ক্ষেত্রে মূল্যস্তরভিত্তিক কর-প্রথা, বিড়ির ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বাতিল করে কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পেসিফিক এক্সাইজ ট্যাক্স নির্ধারণ করা।
২. গুল-জর্দার ক্ষেত্রে এক্স-ফ্যাক্টরি প্রথা প্রভৃতি বাতিল করে প্যাকেট/কৌটা ওজন ও সাইজ অনুযাযী কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পেসিফিক এক্সাইজ ট্যাক্স নির্ধারণ করা।
৩. মোড়কে বা কৌটায় বিড়ি-সিগারেটের ন্যায় রাজস্ব আদায় নির্ধারণী স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল প্রথা চালু করা।
৪. তামাকের ওপর আরোপিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২ শতাংশে উন্নীত করা।

এ বিষয়ে আপনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদ

ফরিদা আখতার
আহবায়ক, তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ)